বাংলাদেশ কনস্যুলেট দুবাই এর ত্রৈমাসিক নিউজলেটার

মরুভাস্কর

Consulate General of Bangladesh
Dubai & Northern Emirates

Quarterly Newsletter | Volume 2 | March 2024 www.dubai.mofa.gov.bd

- **Post-fair report on Bangladesh's participation at the "Gulfood-2024"**
- **শ্রমকল্যাণ উইং এর কার্যক্রম: ফিরে দেখা ২০২২-২৩**
- **The Power of Her: Celebration of International Women's Day**

মরুভাস্কর

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

বি এম জামাল হোসেন
কনসাল জেনারেল
বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

সম্পাদক

মো. আরিফুর রহমান
প্রথম সচিব (প্রেস)
বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

সম্পাদনা পরিষদ

আশীষ কুমার সরকার
কমার্শিয়াল কাউন্সেলর, বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

মো. আব্দুস সালাম
কাউন্সেলর (শ্রম), বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

মোহাম্মদ কাজী ফয়সাল
কাউন্সেলর (পাসপোর্ট ও ভিসা), বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

মো. শাহরিয়ার আলম
প্রথম সচিব (ইসিটি), বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

শাহানাজ পারভীন বিপিএম পিপিএম
প্রথম সচিব (শ্রম), বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

মো. আশফাক হোসেইন
কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান, বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

বদরুল আহমেদ
প্রথম সচিব (এনআইডি এ্যান্ড স্পোর্টস), বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

মানিক রঞ্জন বড়ুয়া,
দ্বিতীয় সচিব, বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

মোঃ সাজ্জাদ জাহির
দ্বিতীয় সচিব (প্রটোকল), বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

প্রকাশক: প্রেস উইং, বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত
ভিলা নং- ৩৬ ও ১৪৫, ১২৩/৩ স্ট্রীট, আবু হেইল রোড, আল উহেইদা, দেইরা, দুবাই, ইউএই

Post-fair report on Bangladesh's participation at the "Gulfood-2024"

The world's largest annual Food and Beverage (F&B) sourcing trade show "Gulfood-2024" started on Monday 19th February 2024 and it continued till 23rd February, 2024 at the Dubai World Trade Centre (DWTC) with the participations of the vibrant exhibitors from all around the globe. This year marks Gulfood's 29th edition and the theme were rethinking food and transporting the show to the future to see what the industry looks like in the upcoming years. The five-day international showcase was inaugurated by His Highness Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, First Deputy Ruler of Dubai, Deputy Prime Minister and Minister of Finance. His Highness was accompanied by Helal Al Marri, Director General of the Dubai World Trade Centre. This year more than 5,500 exhibitors from 127 countries participated in the show and more than one lac visitors from 190 countries visited the fair. Commercial Counsellor Mr. Ashish Kumar Sarkar and the representatives of the Export Promotion Bureau and Ministry of Commerce were present at the inaugural ceremony. During the exhibition, H.E Ambassador of Bangladesh to the UAE Md. Abu Zafor and Mr. B M Jamal Hossain, H.E. Consul General, Bangladesh Consulate General, Dubai, visited Bangladesh Pavilion and exchanged their views with the exhibitors of Bangladesh while visiting the exhibition venue.

02.The opening day of Gulfood-2024 drew a huge crowd of trade visitors underscoring the UAE's status as leading trading and re-export hub for the Middle East and North African (MENA) food industry. Gulfood-2024 displayed a wide spectrum of new concepts and products from manufacturers and suppliers across the globe to access the booming food and beverage market of MENA and GCC regions which is expected to grow faster than ever. The size of the UAE's Food and Beverage market is projected to reach 23.2 billion USD in 2025 according to UAE F&B business related report -2024.

03.Attaching high importance to this International Exhibition Bangladesh with the support of Export Promotion Bureau participated in the show this year represented by 41 Food, Drink & Beverage companies. In the Gulfood-2024 the

participation of Bangladesh was much bigger and more prominent than that of previous years showcased by a well branded and decorated customized pavilion in the allotted space of 324 sqm.

04.The Commercial Counsellor of Bangladesh maintained very close liaison with the exhibitors during the exhibition by visiting Bangladesh Pavilion regularly and interacted with the exhibitors for further improvement of Bangladesh's participation in the next Gulfood exhibition. Some of the prominent business personalities of Bangladesh living in the UAE visited Bangladesh Pavilion for business networking.

05.An evaluation was done through a questionnaire survey among the participating companies in order to get their feedback on the exhibition. The survey result showed that all of the participating companies got highly satisfactory response from the international buyers. They received about 2804 enquiries and established business links with 1447 international traders. Visitors from across the globe and most prominently from UAE, UK, Saudi Arabia, Somalia, India, USA, Canada, Oman, Qatar, Taiwan, Japan, Senegal, South Africa, Bahrain, Malaysia, Australia, Jordan, Lebanon, Germany, Poland, France and Italy visited the Bangladeshi pavilions. The participating companies of Bangladesh received confirmed purchase orders of around US$ 106.81 million along with the prospective orders of US$ about 150 million during the exhibition. But the exhibitors from Bangladesh felt badly the requirement of more space in the Gulfood venue as they want to participate more in numbers with larger space in future. This was stated by the exhibiting leaders in a "Debriefing Session" held in the Bangladesh Consulate General Office on 23rd February evening. H.E Ambassador of Bangladesh to the UAE Md. Abu Zafor, H.E Consul General Mr. B.M Jamal Hos-

sain, Officials of the Bangladesh Consulate, Dubai, representatives from the EPB, Ministry of Commerce and Bangladesh Tea Board were present in the debriefing session. Overall, Bangladesh's participation in Gulfood-2024 was highly satisfactory and successful. Given the fact that the food market in the MENA and GCC countries is growing and this offers a huge potential for the food exporters of Bangladesh. I strongly recommend Bangladesh Export Promotion Bureau to continue to participate in the Gulfood 2025 which is scheduled to be held from 17th-21st February,2025. Early space booking and if possible early negotiation with the DWTC for more space, signing of space booking contract and payment of space rental charge within the deadline, prior business networking, digital marketing promotional initiatives, distribution of souvenirs, increased budget allocation for pavilion construction and decoration, adequate budget allocation for other relevant expenses and visa processing of the participants in due time need to be seriously considered for successful participation in the next exhibition.

Ashish Kumar Sarkar
Commercial Counsellor

Participation of Bangladesh in WTO MC13 Conference (Feb 25 - March 1, 2024)

The WTO's 13th Ministerial Conference (MC13) took place from 26 February to 2 March 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Ministers from across the world attended to review the functioning of the multilateral trading system and to take action on the future work of the WTO. The Conference was chaired by H.E. Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, UAE's Minister of State for Foreign Trade.

The opening session took place on Monday 26 February followed by a ceremony to mark the accessions of Comoros and Timor-Leste and a ceremony for the latest acceptances of the Fisheries Subsidies Agreement. On the same day, two "ministerial conversations" were held on "Trade and Sustainable Development, including Trade and Industrial Policy and Policy Space for Industrial Development" and on "Trade and Inclusion".

Mr. Ahsanul Islam Titu, Hon'ble State Minister, Ministry of Commerce, People`s Republic of Bangladesh, attended bilateral meetings with his counterparts (India, Japan, Singapore and Germany) during WTO MC13 Conference (Feb 25 - March 1, 2024) at ADNEC.

শ্রমকল্যাণ উইং এর কার্যক্রম: ফিরে দেখা ২০২২-২৩

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ও উত্তর আমিরাতে (শারজাহ, আজমান, উম্মুল কুয়াইন, ফুজাইরা ও রাস আল খাইমাহ) অর্থাৎ সংযুক্ত আরব আমিরাতের ০৬ (ছয়) টি প্রদেশে বর্তমানে প্রায় ১০ (দশ) লক্ষাধিক বাংলাদেশী রয়েছে। এ সকল বাংলাদেশীদের কল্যাণার্থে বিগত ২০০০ সালে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাইয়ে শ্রম কল্যাণ উইংয়ের কার্যক্রম চালু হয়। দুবাইয়ের শ্রম কল্যাণ উইং প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম এবং এসডিজি, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করছে।

০১. বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত (২০২২-২০২৩):

সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২০১২ সাল হতে বাংলাদেশী পুরুষ কর্মীদের কর্মসংস্থান ভিসা প্রদান বন্ধ ছিল। তবে মহিলা কর্মীদের জন্য তা উন্মুক্ত ছিল। বাংলাদেশী কর্মীদের ভিসা ট্রান্সফার ও নতুন কর্মসংস্থান ভিসা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে গত আগস্ট/সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য শুধু দুবাইয়ে ভিসা ট্রান্সফার সীমিত পরিসরে চালু হয়। যার ফলশ্রুতিতে ভিজিট ভিসায় লোকজন এসে কর্মসংস্থান ভিসায় রূপান্তর করার সুযোগ গ্রহণ করেন। তৎপরবর্তীতে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুবাইয়ে বাংলাদেশী পুরুষ কর্মীদের কর্মসংস্থান ভিসা উন্মুক্ত হয়। উক্ত সময়ে (২০২০ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত) সরাসরি কর্মসংস্থান ভিসা এবং ভিজিট টু কর্মসংস্থান ভিসায় প্রায় ০৪ (চার) লক্ষ বাংলাদেশী শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে মর্মে বিএমইটি ও বিভিন্ন মাধ্যমে জানা যায়। বর্তমানে দুবাইতে দক্ষ ক্যাটাগরিসহ অন্যান্য ক্যাটাগরিতে কর্মসংস্থান ভিসা উন্মুক্ত রয়েছে।

নিম্নে দুবাইস্থ শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ সাল পর্যন্ত কর্মসংস্থানের তথ্য এবং শ্রম উইং কর্তৃক সত্যায়নকৃত ভিসার বিবরণ প্রদান করা হলো:

(দুবাই শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক)

সাল	সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মসংস্থান	সত্যায়িত কর্মসংস্থান ভিসা	সত্যায়িত চাহিদাপত্রের সংখ্যা	সত্যায়িত রেসিডেন্স ভিসার সংখ্যা	রাজস্ব আদায় (দিরহাম)
২০২২-২০২৩	১০১৭৭৫	৭১,৭৯১	১১৩	৩৩৪৩	৪৯,৬১,৯৮২.০০

সূত্র: বিএমইটির ডাটাবেইজ ও কনস্যুলেটের ফোকাস সফটওয়ার

বি:দ্র: কর্মসংস্থান ভিসা সত্যায়ন ফি =৭৪ দিরহাম, চাহিদাপত্র সত্যায়ন ফি=২২১ দিরহাম, রেসিডেন্স ভিসা সত্যায়ন ফি=১৫ দিরহাম।

০২. রেমিট্যান্স প্রেরণ ও রেমিট্যান্স এওয়ার্ড প্রদান সংক্রান্ত:

সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাই ও উত্তর আমিরাতের প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্জিত অর্থ বৈধ পথে প্রেরণের লক্ষ্যে দুবাইস্থ শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ২০ টির অধিক সেমিনার ও কমিউনিটি সভা আয়োজন করা হয়েছে। এসব সেমিনার ও কমিউনিটি সভায় বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এক্সচেঞ্জ হাউজসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ প্রবাসী কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এমনই একটি সেমিনারে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও ডাচ বাংলা ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট উপস্থিত ছিলেন। এসব সেমিনার ও কমিউনিটি সভা এবং দুবাই শ্রম কল্যাণ উইংয়ের ব্যাপক প্রচার ও লিফলেট বিতরন ও লেবার ক্যাম্পসমূহে উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে বৈধ পথে রেমটেন্স প্রেরনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়।

এছাড়াও সাধারণ কর্মীদের রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রথমবারের মত **রেমিট্যান্স এওয়ার্ড** প্রবর্তন করা হয়। ০৫ (পাঁচ) টি ক্যাটাগরিতে ৫৫ (পঞ্চান্ন) জন প্রবাসী বাংলাদেশীকে সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদানসহ সংযুক্ত আরব আমিরাতের সিআইপিদেরও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। গত ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত হতে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিবরণ প্রদান করা হলো:

সাল	রেমিট্যান্স (মিলিয়ন ইউএস ডলার)	মোট রেমিট্যান্স এর পরিমাণ (মি. ইউএস ডলার)
২০২২-২০২৩	৩০৩৩.৮৫	২১,৬১০.৬৬

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

০৩. প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকদের কল্যাণ কার্যক্রম:

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে দুবাই ও উত্তর আমিরাত (শারজাহ, আজমান, উম্মুল কুয়াইন,ফুজাইরা ও রাস আল খাইমাহ) অর্থাৎ সংযুক্ত আরব আমিরাতের ০৬ (ছয়) টি এমিরেটসের কনস্যুলার সেবা প্রদান, বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন, জেলখানা পরিদর্শন, অসুস্থ ও বিপদগ্রস্থ কর্মীদের দেশে প্রেরণ, নিয়মিত ইমিগ্রেশন পরিদর্শন, বিভিন্ন কোর্টে উপস্থিত হয়ে আইনী সহযোগিতা প্রদান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, অবৈধ শ্রমিকদের দেশে প্রেরণ, আটক কর্মীদের দেশে প্রেরণ, প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তিসহ অন্যান্য কল্যাণমুলক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

০৪. অনিয়মিত ও অবৈধ শ্রমিকদের দেশে প্রেরণ সংক্রান্ত:

সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রম বাজার। সংযুক্ত আরব আমিরাতে বৈধ শ্রমিকদের পাশাপাশি অনেক আনডকুমেন্টেড শ্রমিকও রয়েছে। বাংলাদেশী শ্রমিকরা বিভিন্ন কারণে যেমন: অবৈধভাবে অবস্থান, কর্মক্ষেত্র হতে পলায়ন, ইমিগ্রেশন আইন-কানুন অমান্য করা, দালালের প্রতারণা ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইনে নিষিদ্ধ এমন কার্যক্রমে নিজেদের জড়িয়ে অবৈধ হয়ে পড়ে। এছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাতের পার্শবর্তী দেশ ওমান হতে অসংখ্য বাংলাদেশী কর্মী সংযুক্ত আরব আমিরাতে কাজের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে প্রবেশ করে। উল্লিখিত কারণে ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত প্রায় ৭৯৭৫ (সাত হাজার নয়শত পচাত্তর) জন অবৈধ/অনিয়মিত শ্রমিককে দেশে প্রেরণ করা হয়েছে। অবৈধ/অনিয়মিত শ্রমিকদের দেশে প্রেরণের বিবরণ নিম্নরূপ:

সাল	ইস্যুকৃত মোট ট্রাভেল পারমিট	জেলখানা/ইমিগ্রেশনের জন্য ইস্যুকৃত মোট ট্রাভেল পারমিট	সরাসরি কর্মীদের প্রদানের লক্ষ্যে ইস্যুকৃত মোট ট্রাভেল পারমিট
২০২২-২৩	৭৯৭৫	৪১০০	৩৮৭৫

সূত্র: শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সংরক্ষিত তথ্য

০৫. মৃতদেহ দেশে প্রেরণ সংক্রান্ত

দুবাই ও উত্তর আমিরাতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৪০০-৪৫০ জন বাংলাদেশী শ্রমিক মারা যায়। শ্রম কল্যাণ উইং এ সকল শ্রমিকদের মৃতদেহ দেশে প্রেরণের জন্য অনাপত্তি সনদ প্রদান, পাসপোর্ট ক্যান্সেলেশন, কোম্পানী হতে কর্মীর বকেয়া বেতন আদায় ও আদায়কৃত অর্থ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে কর্মীর পরিবারকে প্রদান বা ক্ষেত্র বিশেষে সরাসরি মৃতের পরিবারকে প্রদান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের আর্থিক সহযোগিতায় অর্থাৎ সরকারি খরচে মৃতদেহ দেশে প্রেরণ করে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কফিন বক্স বাবদ ১৮৪০ (এক হাজার আটশত চল্লিশ) দিরহাম আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও সরকারি বরাদ্দ, স্থানীয় চ্যারিটি ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে মৃতদেহ দেশে প্রেরণের জন্য শ্রম কল্যাণ উইং কাজ করে। গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মৃত বাংলাদেশী কর্মীদের দেশে প্রেরণের তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলো:

সাল	মোট মৃতের সংখ্যা	স্বাভাবিকভাবে মৃতের সংখ্যা	দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা	অন্যান্য (আত্মহত্যা ও মার্ডার)	স্থানীয়ভাবে দাফন	মৃতদেহ দেশে প্রেরণের সংখ্যা
২০২২-২৩	৪৫০	৩৯২	৫১	৭	২৭	৪২৩

সূত্র: শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সংরক্ষিত তথ্য

০৬. সরকারি খরচে মৃতদেহ দেশে প্রেরণের বিবরণ:

নিয়োগকর্তা কর্তৃক যে সকল কর্মীর মৃতদেহ দেশে প্রেরণ করা সম্ভব হয় না, সে সকল ক্ষেত্রে সরকারি খরচে মৃতদেহ দেশে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

অর্থ বছর	সরকারি খরচ	স্থানীয় চ্যারিটি এর খরচ	স্থানীয় সংস্থার খরচে
২০২২-২৩	৪৪	৪৯	-

সূত্র: শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সংরক্ষিত তথ্য

০৭. মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রম:

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, সড়ক দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কারণে মৃত্যুবরণ কিংবা আহত হলে কর্মীদের কোম্পানী, কোর্ট, ইন্সুরেন্স হতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। এ সকল ক্ষতিপূরণ আদায় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মীর পরিবারকে প্রদানের লক্ষ্যে শ্রম কল্যাণ উইং কাজ করে থাকে। গত ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত মোট ১৩৬ জন কর্মীর ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৮,০০,৪৩,৮৭৮.০০ (আঠারো কোটি তেতাল্লিশ হাজার আটশত আটাত্তর) টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে। বছরভিত্তিক তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্র: নং	ক্ষতিপূরণের ধরণ	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (টাকা)
২০২২-২৩	মৃত্যুজনিত (বকেয়া বেতন)	৮৫	২,৯৬,৬৮,০৫৬.০০
	মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ	৫১	১৫,০৩,৭৫,৮২২.০০
	মোট	১৩৬	১৮,০০,৪৩,৮৭৮.০০

সূত্র: শ্রম কল্যাণ উইয়ের সংরক্ষিত তথ্য

০৮. জেলখানা পরিদর্শন সংক্রান্ত:

দুবাইস্থ শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক প্রতি মাসে ০৭-০৮ টি জেলখানা পরিদর্শন করা হয়। এছাড়াও প্রতিদিনই বিভিন্ন জেলখানার কর্মকর্তাগণ অবৈধ কর্মীদের দেশে প্রেরণের লক্ষ্যে ট্রাভেল পারমিট গ্রহণের জন্য কনস্যুলেটে আগমন করেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইমিগ্রেশন আইন ও অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন অমান্যকারীসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করা হয়। এ সকল গ্রেফতারকৃত কর্মীদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে

সাক্ষাৎ করা হয় এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে আইনি সহযোগিতা প্রদান করা হয়। ২০২৩ সালের ১৮ জুলাই পর্যন্ত জেলখানায় আটককৃত বাংলাদেশীদের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

সাল	জেলের খানার নাম	সাজাপ্রাপ্ত বন্দীর সংখ্যা	বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা	মোট বন্দীর সংখ্যা	হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত বন্দীর সংখ্যা	মৃত্যুদন্ডের আদেশপ্রাপ্ত বন্দীর সংখ্যা
২০২২-২৩	দুবাই	২৮৮	২৭	৩১৫	২০	০৩
	শারজাহ	৮৬	১৯	১০৫	১৬	০৩
	রাস আল খাইমাহ	৬৬	২১	৮৭	০২	০২
	আজমান	৩৬	২৩	৫৯	০২	০২
	ফুজাইরাহ	১৫	০৬	২১	০২	-
	উম্মুল কুওয়াইন	১১	০২	১৩	-	-
	মোট	৫০২	৯৮	৬০০	৪২	১০

সূত্র:বিভিন্ন জেলখানা হতে প্রাপ্ত তথ্য

০৯. হাসপাতাল পরিদর্শন ও অসুস্থ/বিপদগ্রস্থ কর্মীদের দেশে প্রেরণ সংক্রান্ত:

দুবাইস্থ শ্রম কল্যাণ উইং প্রতি মাসে ১২-১৫ টি হাসপাতাল পরিদর্শন করে থাকে। এছাড়া হাসপাতাল পরিদর্শনপূর্বক রোগীর পরিবার এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগপূর্বক রোগীর সঠিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। এছাড়া রোগীকে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতায় দেশে প্রেরণের লক্ষ্যে দুবাইস্থ শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক কাজ করে যাচ্ছে। গত ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত হাসপাতাল পরিদর্শনের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

সাল	মোট রোগীর সংখ্যা	সরকারি ও বেসরকারি খরচে দেশে প্রেরণের সংখ্যা	অসুস্থ ও বিপদগ্রস্থ রোগী দেশে প্রেরণে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
২০২২-২৩	১২৩	৭৯	২৪.৫ লক্ষ টাকা

সূত্র: শ্রম কল্যাণ উইয়ের সংরক্ষিত তথ্য

১০. দুয়ারে কনস্যুলেট কর্মসূচী:

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই এর উদ্যোগে ২০২৩ সাল রমজান মাসে দুয়ারে কনস্যুলেট নামক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মীদের সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পে/আবাসস্থলে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের কনস্যুলার সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন আইন-কানুন, বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়ে সকলকে অবহিত করা হয়। একইসাথে শ্রম কল্যাণ উইংয়ের আর্থিক সহযোগিতায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে প্রতি বছর রমজান মাসে ০৬ টি প্রদেশে ইফতারের আয়োজন করা হয়।

১১. সিআইপি নির্বাচন:

সংযুক্ত আরব আমিরাতে অসংখ্য ব্যবসায়ী বাংলাদেশী রয়েছে। এসকল বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে। এ সকল সংগঠনের সাথে নিয়মিত সভার আয়োজনপূর্বক বৈধপথে রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সিআইপি সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় এবং ২০১৯ ও ২০২০ সালে নির্বাচিত সকলকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সিআইপি তথ্যাদি নিম্নরূপ:

সাল	মোট সিআইপি	সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে নির্বাচিত সিআইপির সংখ্যা	মন্তব্য
২০২২-২৩	-	-	৪১ জন আবেদন দাখিল করেছেন

সূত্র: শ্রম কল্যাণ উইয়ের সংরক্ষিত তথ্য

১২. নোট ভারবাল ও আরবি পত্র প্রেরণ সংক্রান্ত

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দাপ্তরিক ভাষা আরবি। দাপ্তরিক কাজসহ অন্যান্য সকল কাজে আমিরাতের সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয়ে আরবি পত্র প্রেরণ করতে হয়।

অনুবাদ সেবা	কনসুলার আইডি/রেসিডেন্স ভিসা		আইনী সহায়তা/পরামর্শ
বাংলা হতে আরবি ও ইংরেজীতে বিভিন্ন সংস্থা/সরকারী/বেসরকারী অফিসে চিঠি প্রদান।	মিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কনসুলার আইডি ও রেসিডেন্স ভিসা সংক্রান্ত অনলাইন প্রসেসিং ও আরবি/ইংরেজিতে চিঠি ইস্যু করা।		প্রবাসীদের বিভিন্ন আইনী সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট আদালতে উপস্থিত হয়ে সরাসরি/পত্রের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান।
পত্রের সংখ্যা	পত্র সংখ্যা	ভিসা সংখ্যা	পত্রের সংখ্যা
৭৪৫	২৭	৩৮	৭৯০

১৩. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্য নিবন্ধন:

যে সকল কর্মীগণ বিএমইটির স্মার্টকার্ড গ্রহণ না করে ভিজিট ভিসায় এসে কর্মসংস্থান বা পার্টনার ভিসায় ট্রান্সফার হয়ে বৈধভাবে কাজ করে সে সকল কর্মীগণ ১৬০ (একশত ষাট) দিরহাম ফি জমাপূর্বক বোর্ডের সদস্য হতে পারেন। নিম্নে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্য নিবন্ধন সংখ্যা প্রদান করা হলো:

সাল	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্য নিবন্ধন সংখ্যা	মোট আয় (দিরহাম)
২০২২-২৩	১০৮৫১	১৭,৩৬,১৬০.০০

সূত্র: ফোকাস সফটওয়্যার

১৪. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের আয় এবং বোর্ডে রেমিট্যান্স প্রেরণ সংক্রান্ত:

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের আয় দু'ভাবে হয়ে থাকে। শ্রম কল্যাণ উইংয়ের আদায়কৃত সকল ফি যেমন কর্মসংস্থান ভিসা, রেসিডেন্স ভিসা, চাহিদাপত্র ও কল্যাণ বোর্ডের সদস্য নিবন্ধন ফি সরাসরি কল্যাণ তহবিলে জমা হয়। এছাড়া ট্রাভেল পারমিট ফি'সহ সকল কনস্যুলার ফি এর ১০% কল্যাণ তহবিলে জমা হয়।

ছক-ক (আয়)

অর্থ বছর	মোট আয়		
	সর্বমোট	১০% কনস্যুলার ফি বাবদ	শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে আয়
	টাকা	টাকা	টাকা
২০২২-২৩	২৭,৩২,৪৯,৯৬০.০০	৭,৪৩,৭৬,৫৩১.১৬	১৯,৮৮,৭৩,৪২৮.৮৪

ছক-খ (রেমিট্যান্স প্রেরণ সংক্রান্ত)

কনস্যুলেটের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হতে বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিলে নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করা হয়:

সাল	পরিমাণ (টাকা)
২০২২-২৩	৪৫,১৯,০০,০০,০০০.০০

উল্লেখ্য, সুদানে আটককৃত বাংলাদেশীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের খরচ বাবদ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আয় হতে দু'দফায় ৬,২৬,২০০.০০ ইউএস ডলার সমপরিমাণ ২২,৯৮,৪৩৫.০০ দিরহাম সমপরিমাণ ৬,৬৮,৩৮,৪৮৯.৮০ টাকা প্রদান করা হয়।

১৫. প্রোটোকল দায়িত্ব পালন:

সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিভিন্ন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সফরের সময় প্রোটেকলসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শ্রম কল্যাণ উইং সকল দায়িত্ব সম্পাদন করেন। এছাড়া প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সরকারের কেবিনেটের সদস্যবৃন্দসহ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকতৃাবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন। এ সকল সফরে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

১৬. শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন ফোরামে অংশগ্রহণ:

আবুধাবী ডায়ালগের Ministerial Conference, Senior Official Meeting, World Government Summit, Dubai Air show, Expo-২০২০ ইত্যাদি ইভেন্টসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ডেলিগেশনের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রম কল্যাণ উইং এর কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া Ministry of Human Resource & Emiratization এর Joint Technical Committee-তে বিভিন্ন সময়ে সরাসরি ও ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণপূর্বক সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাংলাদেশী কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়।

১৭. আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপন:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতি বছরই ১৮ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই কর্তৃক দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছিল। তন্মধ্যে কর্মীদের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রম আইন সংক্রান্ত সচেতনতা, লিফলেট বিতরণ এবং মতবিনিময় সভা, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

১৮. শ্রম কল্যাণ উইংয়ের বর্তমান চ্যালেঞ্জ:

- ভিজিট ভিসায় ইতিমধ্যে আগত কর্মীদের বৈধ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি ও বিভিন্ন ধরনের আইনী সহযোগিতা প্রদান;
- রিক্রুটিং এজেন্সী ব্যতীত আগত কর্মীদের নিরাপদ কর্মসংস্থান;
- দক্ষ-কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং অধিক দক্ষ কর্মী আনয়নে সুযোগ তৈরি করা;
- ভিজিট ভিসায় আসা নারী কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপদ কর্মসংস্থানসহ দেশে প্রত্যাবর্তন;
- ভিজিট ভিসায় এদেশে প্রবাসী কর্মী এসে নির্দিষ্ট সময়ে ভিসা ট্রান্সফার করতে না পেরে আনডকুমেন্টেড হয়ে যাওয়া।
- আনডকুমেন্টেড কর্মীর মৃতদেহ পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা স্থানীয়ভাবে আহরন করা।
- প্রবাসী কর্মীর ট্রেড ভিত্তিক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না থাকা।
- ভাষাগত সমস্যা। বিশেষ করে নিরাপত্তা কর্মী এবং ড্রাইভার ট্রেডে ভাষাদুর্বলতা থাকার কারনে লাইসেন্স প্রাপ্তিতে উদ্ভুত সমস্যা।

- চাহিদা থাকলেও বিভিন্ন কোম্পানীর প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপক ও ডাক্তার-নার্স, প্রকৌশলী পদে প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকের অভাব।
- ডিমান্ড লেটার ব্যতীত ও কনস্যুলেট কর্তৃক সত্যায়িত স্বতন্ত্র ভিসাধারী এদেশে আগমনের পরও তার চাকুরিগত নিরাপত্তার গ্যারান্টি না থাকা।
- ভ্রমণ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় জেলখানা, হসপিটাল, ইমিগ্রেশন লেবার ক্যাম্প, কোম্পানী, প্রবাসী কল্যাণ কার্ড নিবন্ধনের জন্য বিভিন্ন আমিরাতে গমন করা সম্ভব হচ্ছেনা।
- শ্রম কল্যাণ উইংয়ের তিনটি গাড়ীর মধ্যে দুটির মেয়াদ ইতোমধ্যে ০৮ (আট) বছর অতিক্রম করেছে। গাড়ী সমূহ পুরাতন হয়ে যাওয়ায় মরুভূমির গরম আবহাওয়াতে রাস্তার মধ্যে বিকল হয়ে পড়ায় সেবা প্রদানে বিঘ্নতা সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে নতুন গাড়ী ক্রয় করা প্রয়োজন।

১৯. কনস্যুলেটে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

- বাংলাদেশী কর্মীদের চাহিদাপত্র যাচাই ও সত্যায়ন;
- বাংলাদেশী কর্মীদের কর্মস্থল ও আবাসন পরিদর্শন;
- নিয়োগকর্তাদের সাথে সভা ও নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা;
- মোবাইলে (হেল্প লাইন) নিয়মিত তথ্য সেবা প্রদান করা;
- সেবা কর্মীদের দোরগড়ায় পৌঁছানোর নিমিত্ত বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ;
- জেলখানা, হাসপাতাল, থানা, ইমিগ্রেশন এবং হিউম্যান রিসোর্সেস এন্ড এমিরেটাইজেশন-এর বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাছহীল, আমের সেন্টার, তাওজীহ, তাদবীর, তাকইম নিয়মিত পারিদর্শন;
- অসুস্থ ও অসহায় কর্মীদের দ্রুততার সাথে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের খরচে দেশে প্রেরণ ও আর্থিক সাহায্য;
- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্যপদ নিবন্ধন;
- ট্রাভেল পারমিট ইস্যু;
- বাংলাদেশী কর্মীদের সেবা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, দুবাই এবং উত্তর আমিরাতের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা ও নিয়মিত যোগাযোগ;
- দুবাই এবং উত্তর আমিরাতস্থ সকল স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ;

২০. বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থা:

২০১৭ সালে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত এর শ্রম মন্ত্রণালয়ের মধ্যে জনশক্তি রপ্তানির বিষয়ে একটি সমঝোতা স্বারক উভয় দেশের শ্রম মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়, যার মেয়াদ ২০২২ সালে শেষ হলেও কোন পক্ষের জনশক্তি রপ্তানির বিষয়ে আপত্তি না থাকায় বর্তমানে MoU টি অকার্যকর রয়েছে। বর্তমানে এ MoU টি সম্প্রতি পরিবর্তিত ইউএই শ্রম আইন ও সার্বিক কর্মসংস্থান পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নবায়ন করার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। পাসপোর্ট সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দূরবর্তী আমিরাতসমূহে নিয়মিত গমন করা হচ্ছে। শ্রমিকদের সেবা ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে নিয়মিত জেলখানা, হাসপাতাল, থানা, আদালত, কর্মস্থল ও আবাসনস্থল পরিদর্শন করা হচ্ছে। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সভা করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮৫১০৪ টি মেশিন রিড্যাবল পাসপোর্ট, ৪৬১৯১ টি ই-পাসপোর্ট প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ হতে অত্র কনস্যুলেটে ১০ বছর মেয়াদি ই-পাসপোর্ট সেবা চালু রয়েছে।

২১. সুপারিশ:

- কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ভিজিট ভিসায় আগমন নিরুৎসাহিত করা এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশী গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানো;
- রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহকে কর্মী প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের খোজ খবর নেয়ার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;
- কর্মীদের বিদেশে প্রেরণের পূর্বে অনুষ্ঠিত ট্রেনিংয়ে জেলা কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ অফিস, টিটিসি কর্তৃক কর্মীদের ভিসাসমূহের সঠিকতা যাচাই করা ও সংশ্লিষ্ট ট্রেড সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান প্রদান করা;
- বিদেশ গমণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যতীত পার্টনার বা ইনভেস্টর ভিসায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে আগমণ না করা;
- আইটি সংক্রান্ত ট্রেডে প্রশিক্ষিত কর্মী প্রস্তুত করা;

শ্রম কল্যাণ উইংয়ে প্রতিদিন গড়ে ১০০০-১২০০ জন সেবা প্রত্যাশী কর্মী বিভিন্ন সেবা নিতে আসেন। সাধারণ কর্মীদের আমিরাতের শ্রম আইন সম্পর্কে সচেতনতা না থাকায় এবং দালাল দ্বারা প্রতারিত হয়ে বিভিন্ন সমস্যায় শ্রম উইংয়ের সহায়তার জন্য আসায় শ্রম কল্যাণ উইংকে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অপ্রতুল জনবল ও সীমিত বাজেটে এসকল কর্মীদের সেবা প্রদানে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তারপরও বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই এর শ্রম কল্যাণ উইং সকল দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করে যাচ্ছে। কর্মীদের সচতেনতার লক্ষ্যে বিভিন্ন টিভিসি তৈরি, অ্যাপসভিত্তিক শ্রম উইংয়ের সেবা নিশ্চিত করা এবং ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করা গেলে এসডিজি, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সহজ হবে।

(মোঃ আব্দুস সালাম)
কাউন্সেলর (শ্রম)

শ্রমকল্যাণ উইং কর্তৃক সম্পাদিত কিছু কার্যক্রমের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান (০১-০৭-২০২৩ থেকে ১৫-০৩-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত)

০১	কর্মসংস্থান ভিসার সংখ্যা (সংযুক্ত আরব আমিরাত)	৮১,০৪৫ জন
০২	সত্যায়িত কর্মসংস্থান ভিসার সংখ্যা	৭০,০২১
০৩	সত্যায়িত চাহিদাপত্রের সংখ্যা	৩৬ টি
০৪	সত্যায়িত রেসিডেন্স ভিসার সংখ্যা	৩৫৪১
০৫	ট্রাভেল পারমিট ইস্যুর সংখ্যা	জেল-৫৮৫৩ ইন্ডিভিজুয়াল-২৩১৩
০৬	মৃতদেহ দেশে প্রেরণের সংখ্যা	৩৩৯
০৭	সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে মনোনীত সিআইপির সংখ্যা	২০২১ সালে ৩০ জন। ২০২২ সালে ৩২ জন। ২০২৩ সালে ২৪ জন।
০৮	বৈধ কর্মসংস্থান ভিসাধারী(BMET কার্ডধারী) প্রবাসী শ্রমিক মারা গেলে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধার পরিমাণ এবং পাওয়ার পদ্ধতি	দেশে মৃতদেহ দাফন খরচ বাবদ ৩৫,০০০ (পয়ত্রিশ) হাজার টাকা (বিমান বন্দর থেকে চেক প্রদান) এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে মৃতের পরিবারকে ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।
০৯	ইন্সুরেন্সধারী শ্রমিক মারা গেলে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি	লিগ্যাল ডকুমেন্ট থাকা সাপেক্ষে মৃতদেহ দেশে প্রেরণের খরচ ইন্সুরেন্স কোম্পানী বহন করবে। তাছাড়াও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা বীমা বাবদ ক্ষতিপুরন পাবেন।

বিদ্রঃ বাংলাদেশ কনস্যুলেট দুবাই ও উত্তর আমিরাত কর্তৃক প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে রেমিট্যান্স এওয়ার্ড-২০২৩ এর জন্য আবেদন দাখিলের সময়সীমা ৩১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব শফিকুর রহমান চৌধুরী, এমপি'র সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রথম সফর (০৯-১৫ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৪)

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা

৭ম এডিডি সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহন

নেপালের শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক

ইউএই'র মানবসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা

সৌদি আরব প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক

আল হারামাইন পারফিউম-এর কারখানা পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি'র সংযুক্ত আরব আমিরাতে সফর (১৮-২০ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৪)

ইউএই'র পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক

ইউএই'র জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক

বাংলাদেশের বিজয় উৎসব ও দ্বিতীয় বাংলাদেশ বইমেলা

বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাতের আয়োজনে গত ১৫ থেকে ১৮ ডিসেম্বর তিনদিন ব্যাপী "বিজয় উৎসব ও দ্বিতীয় বাংলাদেশ বইমেলা-২০২৩" বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এই আয়োজনে দেশের সৃজনশীল ও স্বনামধন্য প্রকাশনা সংস্থা এবং স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেন। মেলায় সর্বমোট ৭০টি স্টল ছিলো। দেশের প্রায় ২০ টি প্রকাশনী সংস্থাসহ আরব আমিরাতে অবস্থানরত বেশ কিছু প্রকাশনী সংস্থাও মেলায় অংশ নেয়।

বাংলাদেশ, ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশের খ্যাতিম্যান কবি, সাহিত্যিক, লেখক বইমেলায় অংশগ্রহণ করেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রায় দশ লক্ষাধিক প্রবাসী বাংলাদেশি বসবাস করছেন। এই বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশির বাংলা বইয়ের প্রতি আগ্রহ, মধ্যপ্রাচ্যে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য তুলে ধরা ও জনকূটনীতি সম্প্রসারণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দ্বিতীয়বারের মতো এবারও বইমেলার আয়োজন করা হয়।

১৫/১২/২০২৩ তারিখে বইমেলা উদ্বোধন করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ ও লেখক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. আবু জাফর।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক, দুবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আমিরাতের কবি, লেখক, বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত কবি, লেখক, প্রকাশক, আমিরাতে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নতুন প্রকাশিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, গ্রন্থ আলোচনা ও র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিদিন গান, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও গ্রন্থ আলোচনার পাশাপাশি দ্বিতীয় দিনে "৫২ তম বিজয় দিবসঃ সম্ভাবনার বাংলাদেশ" শিরোনামে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দিনে বাংলাদেশ-ইউএই কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর: সংস্কৃতির সেতু বন্ধন" এর ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন "জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবাসিদের ভূমিকা" এই শিরোনামে আরেকটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে কনস্যুলেট লেডিস গ্রুপের সদস্যবৃন্দ, ২০ জন সাংবাদিক, জনকের অনন্তযাত্রা নাটকের শিল্পীবৃন্দ, স্পন্সরবৃন্দ এবং নির্বাচিত কয়েকজন কোভিড হিরো ব্যক্তিবর্গকে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। স্থানীয় এবং দেশি-বিদেশি শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। এসব অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের আবহমান ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়। বইমেলায় বই অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের ভীড় পরিলক্ষিত হয়। অনুষ্ঠানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত বাংলাদেশীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশের বিজয় উৎসব ও দ্বিতীয় বাংলাদেশ বইমেলার কিছু খন্ড চিত্র

বাংলাদেশের বিজয় উৎসব ও দ্বিতীয় বাংলাদেশ বইমেলার কিছু খন্ড চিত্র

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়

যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল, দুবাই কর্তৃক "ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ" উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল, দুবাই কর্তৃক "বঙ্গবন্ধুর ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪" উদযাপন

বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল, দুবাই কর্তৃক
"মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪" উদযাপন

বাংলাদেশ কনস্যুলেট দুবাই ও উত্তর আমিরাতের উদ্যোগে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ হাউজে অনুষ্ঠিত হয় বাঙালী কমিউনিটির এক মিলনমেলা–"বসন্ত উৎসব"। এখানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীরা অংশগ্রহন করেন। বিদেশের মাটিতে আবহমান বাঙালী সংস্কৃতির চর্চাই এ আয়োজনের লক্ষ্য।

"The Power of Her: Celebration of International Women's Day" observed at Bangladesh House, Al Mamzar, Dubai on 8 March 2024 with the Guests of Honour Mr. Saimum Sarwar Komol, MP, Hon'ble Whip, Bangladesh Parliament, Mr. Ammar Wannous, Director of outreach, Al Ismaili Centre, Dubai and Bangladesh Community members. Chairperson of Bangladesh Consulate Ladies Group (BCLG) and General Secretary of the Women's Diplomatic Group of Dubai- Mrs. Abida Hossain arranged this program.

"Women's empowerment has advanced significantly in Bangladesh over the past few years, resulting in notable changes in many facets of society. Women in Bangladesh have become a key factor in the nation's development, improving access to healthcare, education, and the workforce as well as increasing economic participation," Abida Hossain

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যে গমন করার পথে গত ০৩-০৫ মার্চ ২০২৪, দুবাই-এ অবস্থান করেন।

A meeting was held between FBCCI president Mahabubul Alam and Mohammed Ali Rashed Lootah, president and CEO of the Dubai Chamber of Commerce recently in Dubai, UAE

কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান হিসেবে জনাব মো. আশফাক হোসেইন-এর যোগদান

জনাব মো. আশফাক হোসেইন গত ১৩ ই জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই-এ কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেছেন। বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই-এ যোগদানের পূর্বে তিনি সিডনিস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল-এ প্রথম সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি সহকারী সচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগে কাজ করেছেন।

জনাব হোসেইন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন।

এছাড়াও তিনি যুক্তরাজ্য থেকে এমবিএ ও অস্ট্রেলিয়া থেকে পাবলিক পলিসি বিষয়ের উপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। জনাব হোসেইন বিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডারের ৩৩তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

জাতীয় পরিচয়পত্র ও খেলাধুলা সম্পর্কিত কার্যক্রম

জাতীয় পরিচয়পত্র কার্যক্রমঃ দুবাই ও উত্তর আমিরাতে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাস ও মিশন হতে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করে। এ প্রেক্ষিতে গত ১৩ জুন ২০২৩ তারিখ হতে দুবাই ও উত্তর আমিরাতে NID নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করা হয়। জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন কার্যক্রম উদ্বোধন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আহসান হাবিব খান (অবঃ) , মহাপরিচালক জাতীয় পরিচয়পত্র উইং জনাব এ কে এম হুমায়ূন কবির, NID প্রকল্প পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ সায়েম, সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত জনাব আবু জাফর এবং দুবাই ও উত্তর আমিরাতের কনসাল জেনারেল বি এম জামাল হোসেন সহ অন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে এই নিবন্ধন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আহসান হাবিব খান (অবঃ) অত্র কনস্যুলেট হতে নিবন্ধনকৃত প্রথম ১০০ জন আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নিজ হাতে বিতরণ করেন। অত্র অনুবিভাগ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছেন প্রথম সচিব জনাব বদরুল আহমেদ (বিদ্যুৎ)।

সেবাগ্রহীতার সংখ্যাঃ বর্তমানে অত্র মিশনের NID শাখা হতে নতুন আবেদনপত্র গ্রহনের পাশাপাশি যারা এখোনো Smart NID কার্ড পাননি তাদের স্মার্ট কার্ড প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দুবাই ও উত্তর আমিরাতের অত্র কনস্যুলেট কার্যালয়ে নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হবার পর থেকে অদ্যাবধি অত্র কার্যালয়ে প্রায় আট হাজার (৮,০০০) এর অধিক আবেদন গ্রহন করা হয়। উক্ত আবেদন সমূহের মধ্য থেকে এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার পাঁচশত (৫,৫০০) আবেদনকারী জাতীয় পরিচয়পত্র পেয়েছেন এবং অদ্যাবধি তিন হাজার (৩,০০০) এর অধিক জাতীয় পরিচয়পত্র/স্মার্ট কার্ড বিতরন করা হয়েছে।

হেল্প ডেস্কঃ জাতীয় পারিচয়পত্র এর আবেদন গ্রহন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের পাশাপাশি অত্র উইং-এ একটি তথ্য সেবা ডেস্ক রয়েছে। উক্ত ডেস্ক হতে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন, আবেদন, সংশোধন সহ অন্যান্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সেবা গ্রহনকারীদের সহযোগিতা করা হয়।

স্পোর্টস কার্যক্রমঃ অত্র উইং থেকে দুবাই ও উত্তর আমিরাতে বসবাসরত প্রবাসীদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে খেলাধুলার আয়োজনসহ দুবাইএ অনুষ্ঠিত আন্তঃদেশীয় খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশী বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতার আয়োজন, পরিচালনা, তত্বাবধানের কাজ অত্র উইং করে থাকে। অত্র অনুবিভাগের কার্যক্রম শুরু হবার পর থেকে Smart cup-2023, Diplomatic Cricket Cup-2023, মহান বিজয় দিবস ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩-২৪, হালদা ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৪ এর আয়োজন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রবাসী বাংলাদেশীগণের বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসএসসি, এইচএসসি ও বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামে ভর্তি কার্যক্রম

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক প্রোগ্রাম উইং (আইএপিডব্লিউ) এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রবাসীদের জন্য বহিঃবাংলাদেশ (নিশ-২) শিক্ষা কার্যক্রমের (এসএসসি ও এইচএসসি প্রোগ্রাম) শুভ উদ্বোধন করা হয়। এর মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে উল্লিখিত শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীগণ প্রবাস থেকে দেশে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবেন যা তাদের কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তি জীবনে সুফল বয়ে আনার পাশাপাশি সার্বিকভাবে বাংলাদেশের রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি এবং প্রবাসে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

প্রাথমিকভাবে উক্ত প্রোগ্রামের অধীনে গত ০৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ হতে এসএসসি ও এইচএসসিতে ভর্তি শুরু হয়। পরবর্তীতে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ হতে বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামে ভর্তি শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি আবেদন সম্পন্ন করেছেন এবং বর্তমানে সকল প্রোগ্রামসমূহে (এসএসসি, এইচএসসি ও বিএ/বিএসএস) ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আগ্রহী প্রবাসী শিক্ষার্থীগণ বাংলাদেশ কনস্যুলেট এর ফেসবুকে পেইজে প্রচারকৃত ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রবাসী বাংলাদেশীগণের বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসএসসি, এইচএসসি ও বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামে ভর্তি কার্যক্রম

অনলাইন ভর্তি আবেদনের লিংকঃ http://103.103.100.33/

ভর্তির সময়সীমাঃ

এসএসসি ও এইচএসসি (১ম বর্ষ)	বিএ/বিএসএস (১ম বর্ষ)
১৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	৩০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত

ভর্তি ফিঃ

এসএসসি (১ম বর্ষ)	এইচএসসি (১ম বর্ষ)	বিএ/বিএসএস (১ম বর্ষ)
৫১৫ দিরহাম	৬৬০ দিরহাম	৯২০ দিরহাম

আগ্রহী শিক্ষার্থীগণ প্রোগ্রামসমূহের ভর্তি ফি জনতা ব্যাংক, দুবাই শাখায় (হিসাবের নামঃ Bangladesh Open University Study Facilities-BD Consulate, Dubai এবং হিসাব নম্বরঃ ৯৩৩১০০২০১০০০০০৪১৬৯) জমা করবেন। পরবর্তীতে উপরোক্ত ওয়েবসাইট লিংক ব্যবহার করে সম্পন্নকৃত ভর্তি আবেদনের হার্ডকপি (প্রিন্টেড কপি), ব্যাংকে টাকা জমা রশিদের মূলকপি, ০১ কপি রঙিন ছবি এবং ভর্তি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য নথিপত্রাদি বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই-এর শিক্ষা উইং-এ জমা করবেন।

প্রচারেঃ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

প্রেস উইং এর কিছু কার্যক্রম

বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত কর্তৃক অনলাইন ত্রৈমাসিক নিউজলেটার "মরুভাস্কর" এর প্রথম সংখ্যা- মহান বিজয় দিবস সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিলো ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে। ১৫-১৭ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত তিনদিনব্যাপী "বিজয় উৎসব ও দ্বিতীয় বাংলাদেশ বইমেলা-২০২৩" এর দ্বিতীয় দিনে মান্যবর কনসাল জেনারেল বি এম জামাল হোসেন এবং ইমেরিটাস অধ্যাপক মঞ্জুরুল ইসলাম "মরুভাস্কর" এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

প্রেস এবং তথ্য অফিস (প্রেস উইং) কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে এপর্যন্ত প্রেস কনফারেন্স আয়োজন, কনস্যুলেটের বিভিন্ন দিবস উদযাপন ও উদ্যোগে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান, বাংলাদেশী এবং ইউএই মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে কভারেজ বৃদ্ধি, সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ, সাংবাদিকদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহ,
কনস্যুলেটের ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজের মাধ্যমে কনস্যুলেটের কার্যক্রমের প্রচার, প্রকাশনা ও অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তীর অধিকতর উন্নয়নে ভূমিকার রাখার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে।

কনস্যুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (https://dubai.mofa.gov.bd/) সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় নিয়মিতভাবে আপডেট রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। বর্তমানে ওয়েবসাইটে প্রযোজনীয় সকল ডকুমেন্টস (পাসপোর্ট, ভিসা, শ্রমকল্যাণ, এনআইডি, জন্মনিবন্ধন এসব সংক্রান্ত) আপলোড করা হয়েছে ।

কনস্যুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ এর অফিসিয়াল ফেসবুক (Consulate General of Bangladesh - Dubai, UAE) পেজ নিয়মিতভাবে আপডেট করা হয়ে থাকে। এতে পাসপোর্ট, ভিসা, শ্রমকল্যাণ, এনআইডি, জন্মনিবন্ধন, বাউবি শিক্ষা কার্যক্রম, গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ কিংবা প্রয়োজনীয় তথ্য, জাতীয় দিবস উদযাপন সংক্রান্ত ছবি, বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত কনস্যুলেটের সংবাদ এসব আপলোড করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

কনস্যুলেট জেনেরাল অব বাংলাদেশ একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে যেখানে বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভিডিও ফুটেজ, মাননীয় মন্ত্রীবর্গের গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ, বাংলাদেশের ইতিবাচক উন্নয়ন কর্মকান্ডের ভিডিওচিত্র, বিশেষ সরকারি প্রচারণার ভিডিও এসব সন্নিবেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে প্রথম সচিব (প্রেস) যোগদানের পরে সাংবাদিকদের মধ্যে উৎসাহ/উদ্দীপনা বেড়েছে সেইসাথে কনস্যুলেটের কার্যক্রমের/উদ্যোগের প্রচারনার কাজে গতি সঞ্চার হয়েছে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে এবং সংবাদপত্রে রিপোর্ট কভারেজ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
www.dubai.mofa.gov.bd

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এ মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, জনগণের দোড়গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার অভিপ্রায়ে দুবাই ও উত্তর আমিরাতের নিম্নোক্ত ছয়টি স্থান হতে নির্ধারিত সূচি মোতাবেক পাসপোর্ট, প্রবাসী কল্যাণ (WEWB) কার্ড, জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্রসহ অন্যান্য কনস্যুলার সেবা প্রদান করা হয়:

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, শারজাহ্ শাখা ০৬-৫৫৫-৯৯৭৬	ওয়াহাত আল ফালাজ টাইপিং সেন্টার, হাত্তা ০৫০-৫৩৪-০৩৮৪
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, ফুজাইরাহ্ শাখা ০৯-২৭৭-০৭৪৬	এ এম টাইপিং সেন্টার, আজমান ০৫৫-৬৭৪-৭০২৭
আস সালাম টাইপিং সেন্টার, রাস-আল-খাইমাহ্ ০৫২-১৭২-১৬৮৯	আল বারাকা টাইপিং সেন্টার, জাবেল আলী ০৫৬-৫৮০-৩১৯৭

বাংলাদেশ কনস্যুলেট প্রাঙ্গণ ও উপর্যুক্ত ছয়টি কেন্দ্রে কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী কনস্যুলার সেবা প্রদান করা হয়। উপর্যুক্ত কনস্যুলার কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কনস্যুলার সেবা প্রদানের সাথে জড়িত নন। এ ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রদান প্রতারণামূলক ও অপরাধযোগ্য।

- দূতালয় প্রধান

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
www.dubai.mofa.gov.bd

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কনস্যুলার পরিষেবা নির্বিঘ্ন ও সহজীকরণ করার লক্ষ্যে এবং উন্নত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিৎকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল দুবাই ও উত্তর আমিরাত কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নোক্ত কনস্যুলার পরিষেবাসমূহ আউটসোর্স করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট
- সকল ধরণের ভিসা আবেদন
- জন্ম নিবন্ধন ও সংশোধন আবেদন
- সকল ধরণের ডকুমেন্ট সত্যায়ন (পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ব্যতীত)
- প্রবাসী কল্যাণ কার্ড

এখন থেকে উল্লিখিত সকল সেবাসমূহ ফশ্ওয়া গোবাল -এর আধুনিক, সুপ্রশস্ত ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মনোরম পরিবেশে গ্রহণ করা যাবে। ফলশ্রুতিতে, উল্লিখিত সেবা গ্রহণে আগ্রহী সকল সেবা গ্রহীতাকে দুবাইস্থ আল কারামাতে অবস্থিত ফশ্ওয়া গ্লোবাল **(Foshwa Global)** সেবাকেন্দ্রে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফশ্ওয়া গ্লোবাল -এর যোগাযোগের ঠিকানা:
ফোন: +৯৭১ ৪ ৫৭০ ১৬৫০
+৯৭১ ৫০ ৭২৯ ২২৯৪ (WhatsApp)
ঠিকানা: ৩ রিম রেসিডেন্সি, উম হুরাইর, আল কারামা, দুবাই, ইউএই
সময়: সকাল ৮টা - বিকাল ৪টা (সোমবার - শুক্রবার)

Location:

কনস্যুলেটের প্রধান ফটক থেকে ফশ্ওয়া গ্লোবালে যাওয়া আসার জন্য প্রতি ঘন্টায় বিনামূল্যে শাটল সার্ভিসের ব্যবস্থা রয়েছে।

ভিসা ও বিদেশ ভ্রমণের সুবিধার্থে পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ছয় মাস পূর্বে নতুন পাসপোর্ট গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

জন্ম নিবন্ধন সনদ বা জাতীয় পরিচয়পত্রে কোন ভুল থাকলে অনুগ্রহপূর্বক অবিলম্বে সংশোধন করিয়ে নিন।

ই-পাসপোর্ট

ইস্যু / রি-ইস্যুর আবেদন দাখিলের নিয়ম

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল

দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত

পাসপোর্ট ও ভিসা উইং

www.dubai.mofa.gov.bd

- www.epassport.gov.bd ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে।
- নিম্নোক্ত দলিলাদির অনুলিপিসহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে:
  - ফি পরিশোধের রশিদ/প্রমাণক
  - জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/বা জন্ম নিবন্ধন সনদ
  - পূর্ববর্তী পাসপোর্টের তথ্য পাতা (২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা)
  - শিক্ষার্থী ও সাধারণ শ্রমিকদের পরিচয়পত্র এবং/বা ভিসা
  - ইউএই সরকার প্রদত্ত আবাসিক পরিচয় পত্র (Resident ID)
  - নবজাতকদের পাসপোর্টের আবেদন করার ক্ষেত্রে মা-বাবার পাসপোর্ট ও তাদের বিবাহ সনদ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদ
- এনরোলকালে স্ক্যানের জন্য দলিলাদির মূল প্রস্থ উপস্থাপন করুন।
- মূল পাসপোর্টসহ আবেদনকারীকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে আবেদন দাখিল ও বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট করতে হবে।
- সতর্কভাবে আপনার পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ইমেইল ঠিকানা লিখুন যাতে প্রয়োজনে সহজে আপনার সাথে যোগাযোগ করা যায়।
- অনুগ্রহপূর্বক জেনে-বুঝে তথ্য প্রদান করুন। সঠিক তথ্য প্রদান করা ও যথাযথভাবে তথ্য উপস্থাপন করা আবেদনকারীর প্রাথমিক দায়িত্ব। কোন ভুল তথ্য প্রদান করলে বা কোন তথ্য গোপন করলে পাসপোর্ট যথাসময়ে ইস্যু/রি-ইস্যু করা দুরূহ হতে পারে।
- জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদের সাথে পাসপোর্টের তথ্যের গড়মিল থাকলে ই-পাসপোর্টের আবেদন দাখিলের পূর্বে সেগুলি সংশোধন করে নিন।
- ভিসা ও ভ্রমণ সংক্রান্ত জটিলতা পরিহারের স্বার্থে পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে আট মাস পূর্বে তা রি-ইস্যুর আবেদন করা যৌক্তিক।
- পাসপোর্ট সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে মূল পাসপোর্ট সঙ্গে রাখুন।
- আবেদনের অগ্রগতি জানতে ভিজিট করুন www.epassport.gov.bd.
- ই-পাসপোর্টের আবেদনের জন্য প্রযোজ্য ফি (দিরহাম):

পৃষ্ঠা সংখ্যা	মেয়াদ	সাধারণ আবেদনকারী		শিক্ষার্থী ও সাধারণ শ্রমিকদের জন্য	
		সাধারণ	জরুরি	সাধারণ	জরুরি
৪৮	০৫ বছর	৪০৫	৬১০	১২৫	১৮৫
	১০ বছর	৫১০	৭১০	২০৫	৩০৫
৬৪	০৫ বছর	৬১০	৮১০	৬১০	৮১০
	১০ বছর	৭১০	৯১০	৭১০	৯১০

জন্ম নিবন্ধন

ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা পরিহারের স্বার্থে নামের অন্তত দু'টি অংশ রাখুন এবং সেভাবেই জন্ম নিবন্ধন করিয়ে নিন।

মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট বা ই-পাসপোর্টে বর্নিত তথ্য হাতে লিখে সংশোধনের কোন সুযোগ নেই।

পাসপোর্ট না থাকলে বাংলাদেশি নাগরিকবৃন্দ ট্রাভেল পারমিট নিয়ে দেশে প্রত্যাগমন করতে পারেন। এটি বৈধ ও নিরাপদ।

আবেদনে ভুল তথ্য থাকলে আবেদন প্রক্রিয়াকরণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সঠিক তথ্য প্রদান করা আপনার প্রাথমিক দ্বায়িত্ব।

পাসপোর্টের আবেদন এনরোলকালে ছবি তোলার সময় অনুগ্রহপূর্বক গাড় রঙের পোশাক পরিধান করুন

ই-পাসপোর্টের আবেদনের অগ্রগতি জানতে ভিজিট করুন

epassport.gov.bd

এমআরপি আবেদনের অগ্রগতি জানতে ভিজিট করুন

passport.gov.bd

পাসপোর্ট এর তথ্য পরিবর্তনের নিয়ম

জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) আলোকে পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনের আবেদন করা যাবে

কাঙ্ক্ষিত তথ্যসহ ই-পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর আবেদন করতে হবে

তথ্য পরিবর্তনের কারণ ও যৌক্তিকতা উল্লেখ করে 'লিখিত আবেদন' করতে হবে

দাবিকৃত তথ্যের সঠিকতা এবং আবেদনের ফলে সম্ভাব্য সৃষ্ট জটিলতার দায়িত্ব গ্রহণ করে নির্ধারিত ফরমে (dubai.mofa.gov.bd এ প্রাপ্ত) অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে

আঠারো বছরের কম বয়সীরা জন্ম নিবন্ধন সনদ দিয়ে আবেদন করতে পারবেন

পাসপোর্টের তথ্য পরিবর্তনের আবেদন করা হলে পাসপোর্ট রি-ইস্যুতে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া, পাসপোর্টের তথ্য পরিবর্তনের সাথে পাসপোর্টধারীর ভিসা নবায়ন ও ভিসা প্রাপ্তির সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং আবেদনের পূর্বে বিস্তারিত জেনে-বুঝে আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে।

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
পাসপোর্ট ও ভিসা উইং

পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শের জন্য | +880 966 671 6445
www.epassport.gov.bd